পৃথিবীর তরে বহু মানুষ রেখে গিয়েছেন বহু মহৎ কর্ম। অনেকে তাঁদের জীবদ্দশায় তাঁদের কর্মের স্বীকৃতিটুকুও পাননি। এমনই একজন কীর্তিমান মৃত্যুঞ্জয়ী গ্রেগর জোহান মেন্ডেল। তাই তাকে নিয়ে আজ আমাদের গল্প।

মেন্ডেল

শাহরিনা শান্তমা শাহনূরুমা শান্তনা

১৮৮৪ সাল, সেইন্ট থমাস মনাস্ট্রি

শেষ মূহুর্তে জীবন আজ যেন একটি অ্যালবাম আর স্মৃতিগুলো যেন শুধুই স্থিরচিত্র। গরীব চাষির ছেলে আমি, হেইনজেনডোর্ফ গ্রামে বাবার সাথে ফলের বাগানে কাজ,পাশাপাশি গ্রামের স্কুলে ৮০ জন শিক্ষার্থীর সাথে পড়তে লিখতে শেখার দিনগুলো একেবারে মন্দ ছিল না। শেখার আগ্রহ ছিল আমার।

স্কুল শেষ করে কলেজে পড়ার সময় দারিদ্রের সেই শিকল আবার আমার পায়ে বেড়ি পড়ালো। চাকুরি খুঁজেছি ছাত্র পড়াবো বলে, পেলাম না। অসুস্থ হয়ে পড়লাম। এক বছর পর ফিরে গেলাম কলেজে। কিন্তু হায়! অসুখ যে আমার পিছু ছাড়ে না। দুই বছর পর পড়া শেষ না করেই ফিরে এলাম ।

সন্ন্যাসী জীবনে কিছুদিন অবসর নিয়ে ১৮৫১ সালে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও গণিত শাস্ত্রে পড়াশুনা চালালাম। ভাবলাম নিজের শিক্ষা ছড়িয়ে দেবো তাদের মাঝে যারা আমার মতই জ্ঞানপিপাসু। কিন্তু বিধাতার কি অদ্ভুত পরিহাস আমার সাথে। তিনবার পরীক্ষা দিয়েও শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা উতরাতে পারলাম কই?

আবার ফিরে এলাম সেইন্ট থমাস মনাস্ট্রিতে।

কলেজে থাকাকালীন সময়ে ডারউইন তত্ত্ব আমার মনকে আন্দোলিত করেছিল। তাই চার্চের স্কুলে পড়ানোর পাশাপাশি চার্চের বাগানে শুরু হলো আমার রিসার্চ। দীর্ঘ ৮ বছর ধরে মটরশুটির ৩৪ প্রকরণের উপর চলল আমার পরীক্ষণ।

১৮৬৫ সালে রিসার্চ সমাপ্ত হলো, জমা দিলাম বহু প্রতিষ্ঠানে। ব্রুন সোসাইটি অব ন্যাচারাল সায়েন্স তার বাইরে ছিল না।

রেখে যান।
স্যার লেখাটা একবার পড়ে দেখুন!
কি রেখে যাবে?
স্যার!
কি সামলে নেবে? এটা বিজ্ঞানের জায়গা, ধর্মশালা না!
স্যার, এসব নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। আমরা সামলে নেবো।
কি নাম আপনার? গ্রেগর হাহ্!

দূর হন এসব
কাগজ নিয়ে,
যত্তসব
আবর্জনা!

ঈশ্বর! এত চেষ্টা, সাধনা, যুদ্ধ সবই কি বৃথা? তবে কি আমিই ভুল, ব্যর্থ। বংশগতির পরিব্যাপ্তি, নতুন প্রকরণের সৃষ্টি কি তারা দেখবে আমার চোখে। কি করলাম ১৮ বছর ধরে?

১৬ বছর পর... ১৯০০ সাল

কার্ল কোরেন্স, এরিক সেরম্যাক ও হুগো ডি ভ্রিস এর বৈঠক

মেন্ডেলের সমাধিক্ষেত্রে কার্ল কোরেন্স ও উইলিয়াম বেটসন

মেন্ডেল, আজ আপনি নেই কিন্তু আপনি বেঁচে থাকবেন আপনার কাজের মধ্য দিয়ে। তাই আজ থেকে আপনি শুধু ধর্মযাজক না।

আপনি বংশগতিবিদ্যার জনক

গ্রেগর জোহান মেন্ডেল